ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

বিআরপিডি সার্কুলার নং- ১১

২৭ অক্টোবর, ২০১৩
তারিখ ঃ ----------
১২ কার্তিক, ১৪২০

চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে নিবন্ধিত সকল ব্যাংক-কোম্পানী।

প্রিয় মহোদয়,

ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের গঠন ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত বিধি বিধান প্রসঙ্গে।

ব্যাংকের নীতি-নির্দেশনা প্রণয়ন এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান সুচারুরূপে সম্পন্নকরণে তথা ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ও পেশাগতভাবে দক্ষ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব অপরাপর কোম্পানীর তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ; কারণ ব্যাংকের কর্মকান্ড প্রধানত আমানতকারীদের অর্থে পরিচালিত হয় এবং এ ক্ষেত্রে আমানতকারীদের আস্থা অর্জন করা ও বজায় রাখা অপরিহার্য। সুশাসনের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে পরিচালনা পর্ষদের গঠন, দায়-দায়িত্ব ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হলো ঃ

১। পরিচালনা পর্ষদের গঠন সম্পর্কিত ঃ-

ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ধারা ১৫-তে পর্ষদের নূতন পরিচালক নিয়োগ; তাঁর পদ হতে অব্যাহতি দেওয়া, বরখাস্ত বা অপসারণ করার পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন গ্রহণ; পরিচালকের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা; পরিচালনা পর্ষদের সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা; স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ; একক পরিবার হতে দুইজনের অধিক পরিচালক নিয়োগ না করা; প্রভৃতি বিষয়ে নূতন বিধান সন্নিবেশ ও জারি করা হয়েছে।

১.১। নূতন পরিচালক নিয়োগ ঃ

ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৪) মোতাবেক বিশেষায়িত ব্যাংক ব্যতীত অন্য যে কোনো ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক নিযুক্তির পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অনুমোদন গ্রহণের জন্য ব্যাংক কর্তৃক প্রেরিত আবেদনপত্রের সাথে নিম্নোক্ত নথি/তথ্যাবলী সংযুক্ত করতে হবে ঃ

(ক) পরিচালক নিযুক্তির জন্য মনোনীত প্রার্থীর তথ্যাবলী (পরিশিষ্ট-ক);

(খ) মনোনীত প্রার্থীর ঘোষণাপত্র (পরিশিষ্ট-খ);

(গ) মনোনীত প্রার্থীর গোপনীয়তা রক্ষার ঘোষণাপত্র (পরিশিষ্ট-গ);

(ঘ) স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে মনোনীত প্রার্থীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড একচেঞ্জ কমিশনের অনুমোদনপত্র;

(ঙ) স্বতন্ত্র পরিচালকের ক্ষেত্রে তার স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে পরিশিষ্ট-ঘ অনুযায়ী একটি ঘোষণাপত্র [তিনি পরিশিষ্ট ক, খ এবং গ-তে যাচিত ঘোষণাপত্রও দাখিল করবেন];

(চ) পরিচালক হিসেবে মনোনীত ব্যক্তির সিআইবি প্রতিবেদন;

(ছ) বিদ্যমান পরিচালকদের একটি তালিকা।

১.২। পরিচালক পদে শূন্যতা ঃ

(ক) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ১০৮ ধারার (১) উপধারার বিধানাবলী অনুযায়ী ব্যাংক পরিচালকের পদ শূন্য হবে। এতদ্ব্যতীত, কোনো পরিচালক কোনো ব্যাংকের ঋণখেলাপীতে পরিণত হয়ে ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১৭ ধারার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে নোটিশ পাওয়ার দুই মাসের মধ্যে ঋণ পরিশোধ না করলে, নিযুক্তির সময় মিথ্যা ঘোষণা প্রদান করলে কিংবা তাঁর যোগ্যতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট পরিচালকের পদ শূন্য হয়ে যাবে।

(খ) ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১৭ ধারার অধীনে কোনো পরিচালকের পদ শূন্য হলে, শূন্য হওয়া পদের বিপরীতে যে ব্যক্তি পরিচালক ছিলেন, তিনি তৎকর্তৃক সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানীর প্রাপ্য সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করার তারিখ হতে এক বছরের মধ্যে, উক্ত ব্যাংক-কোম্পানী বা অন্য কোনো ব্যাংক-কোম্পানী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হতে পারবেন না। উল্লেখ্য, তাঁর নিকট প্রাপ্য টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানীতে ধারণকৃত তাঁর শেয়ার যথাযথ প্রক্রিয়ায় সমন্বয়ের মাধ্যমে আদায় করা যাবে। কোনো ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১৭ ধারার অধীনে নোটিশ প্রাপ্ত হলে, তাঁর নিকট সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সমুদয় পাওনা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত তিনি যে ব্যাংকে পরিচালক নিয়োজিত ছিলেন সে ব্যাংকে তাঁর নামে ধারণকৃত শেয়ার হস্তান্তর করতে পারবেন না।

(গ) এতদ্ব্যতীত, আমানতকারীদের স্বার্থের পরিপন্থী কার্যকলাপ সম্পাদন কিংবা জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার কারণে ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৬ ধারার আওতায় সরকারী মালিকানাধীন ব্যাংক ব্যতিরেকে যে কোনো ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক বা চেয়ারম্যানকে বাংলাদেশ ব্যাংক অপসারণ ও ৪৭ ধারার আওতায় যে কোনো ব্যাংক-কোম্পানীর পর্ষদ বাতিল করতে পারে।

১.৩। পরিচালক পদ হতে অপসারণ ঃ

কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ১০৮ ধারার (২) উপধারার বিধান মোতাবেক সংঘবিধিতে উল্লেখিত কোনো কারণে বিশেষায়িত ব্যাংক ব্যতীত অন্য যে কোনো ব্যাংক-কোম্পানীর কোনো পরিচালককে তার পদ হতে অপসারণ করতে হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে অপসারণের কারণ ও যৌক্তিকতা সম্বলিত বিবরণ এবং পর্ষদের গৃহীত সিদ্ধান্তের অনুলিপি এবং পরিচালকদের একটি তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করতে হবে। উল্লেখ্য, এরূপ অপসারণ বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন প্রদানের তারিখে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

১.৪। বিকল্প পরিচালক নিয়োগ ঃ

কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ১০১ ধারার বিধান পরিপালন সাপেক্ষে মূল পরিচালকের কেবলমাত্র বিদেশে অন্যূন ৩(তিন) মাস নিরবচ্ছিন্ন অবস্থানজনিত অনুপস্থিতির বিপরীতে বিকল্প পরিচালক নিয়োগ করা যায়। এ লক্ষ্যে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে ঃ

(ক) বিকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংক-কোম্পানীকে মূল পরিচালকের বিদেশ গমন এবং দেশে প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত দালিলিক প্রমাণাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। এর কোনো ব্যত্যয় হলে ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে লিখিত আকারে বাংলাদেশ ব্যাংকের গোচরে আনবেন।

(খ) বিকল্প পরিচালক নিয়োগ সম্পর্কিত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তের অনুলিপি; উক্তরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে মূল পরিচালকের বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাব্য তারিখসহ বাংলাদেশ ব্যাংকে পাঠাতে হবে এবং তাঁর দেশে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরে তা তারিখসহ জানাতে হবে।

(গ) কোনো খেলাপী ঋণগ্রহীতাকে কিংবা ব্যাংক-কোম্পানী আইন বা কোম্পানী আইন বা অন্য কোনো আইন বা বিধি বা নির্দেশনাবলে ব্যাংক পরিচালক হওয়ার জন্য অযোগ্য ব্যক্তিকে বিকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না।

(ঘ) বিকল্প পরিচালক নিয়োগ যেহেতু সাময়িক ব্যবস্থা, সেহেতু বিকল্প পরিচালককে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক গঠিত কোনো কমিটিতে নিয়োগ দেয়া যাবে না।

(ঙ) বিকল্প পরিচালক পদে দায়িত্ব পালনকালে বিকল্প পরিচালকের নিজের নামে কিংবা তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোনোরূপ ঋণসুবিধা প্রদান করা যাবে না, পূর্বে প্রদত্ত ঋণসুবিধার মেয়াদ বা সীমা বৃদ্ধি করা যাবে না কিংবা কোনো মওকুফ বা সুদারোপ রহিতকরণ সুবিধা দেয়া যাবে না। তাছাড়া, আইন, বিধি বা নির্দেশনাবলে ব্যাংক পরিচালকের জন্য প্রযোজ্য সকল নিষেধাজ্ঞা বিকল্প পরিচালকের মেয়াদকালে তাঁর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

২। আমানতকারী পরিচালক ঃ-

আমানতকারী পরিচালক নিয়োগ সম্পর্কিত ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর পূর্বেকার বিধানটি সংশোধিত হওয়ায় আমানতকারীদের মধ্য হতে ব্যাংক-কোম্পানীতে পরিচালক নিয়োগের আর আইনি আবশ্যকতা নেই। তবে, ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ধারা ১৫ এর উপধারা (৯) এর বিধান পরিপালন সাপেক্ষে বর্তমান আমানতকারী পরিচালকগণের মেয়াদের বিষয় কিংবা তাঁদের স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে নিয়োগের বিষয়টি ব্যাংক বিবেচনা করতে পারে।

৩। পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য ঃ-

পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যাদির বিষয়ে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ব্যাংকসমূহকে পরামর্শ প্রদান করা হলো ঃ

(ক) ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালকদের হালনাগাদ তালিকা সব ব্যাংককে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে;

(খ) পরিচালক নিযুক্তি বা অব্যাহতির পরে পরিচালকদের তালিকার একটি কপি সব ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করতে হবে;

(গ) পরিচালকদের পরিচিতিমূলক একটি তালিকা ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করতে হবে এবং নিয়মিতভাবে তা হালনাগাদ করতে হবে।

৪। পরিচালনা পর্ষদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত ঃ-

ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংকের কার্যাদির উপর নিয়ন্ত্রণকারী পক্ষসমূহের দায়-দায়িত্ব ও ক্ষমতার সীমা নির্দিষ্ট থাকা অপরিহার্য। ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত) এ নূতন সন্নিবেশিত ধারা ১৫খ ও ১৫গ-তে ব্যাংক-কোম্পানীর নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও তা পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য পরিচালনা পর্ষদকে দায়বদ্ধ করা হয়েছে।

৪.১। পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ঃ

(ক) কর্মপরিকল্পনা ও কৌশলগত ব্যবস্থাপনা ঃ

(অ) পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করবে এবং লক্ষ্য অর্জনের কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বার্ষিক ভিত্তিতে প্রণয়ন করবে। নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ কৌশল প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সাংগঠনিক পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাস এবং প্রাসংগিক অন্যান্য নীতিগত বিষয়ে পর্ষদ বিশেষভাবে নিয়োজিত থাকবে। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্ষদ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ করবে।

(আ) বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় নির্ধারিত ব্যবসায়িক ও অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সাফল্য/ব্যর্থতার বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদ বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনা বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করবে এবং ভবিষ্যতের জন্য অনুসৃতব্য কর্মপন্থা ও কৌশল সম্পর্কে পর্ষদের সুপারিশ ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডারদেরকে অবহিত করবে। পর্ষদ প্রধান নির্বাহী ও প্রধান নির্বাহীর নিচের অব্যবহিত দুই

স্তর পর্যন্ত কর্মকর্তাদের জন্য মুখ্য কর্মসম্পাদন নির্দেশক (Key performance indicators) নিরূপণ করবে এবং তা সময় সময় মূল্যায়ন করবে।

(খ) ঋণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ঃ

(অ) বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধানের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ প্রস্তাব মূল্যায়ন, ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরী ও বিতরণ এবং ঋণ আদায়, পুনঃতফসিলীকরণ ও অবলোপনের নীতি, কৌশল, বিধিব্যবস্থা ইত্যাদি পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে প্রণীত হবে। পর্ষদ ঋণ/বিনিয়োগ অনুমোদনের ক্ষমতা সুনির্দিষ্টভাবে বন্টন করবে; এবং অনুরূপ বন্টনের ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব প্রধান নির্বাহী ও তাঁর অধস্তন কর্মকর্তাদের উপর ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরীর ক্ষমতা অর্পণ বাঞ্ছনীয় হবে। কোনো পরিচালক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঋণ প্রস্তাব অনুমোদনে ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজে প্রভাব বিস্তার বা হস্তক্ষেপ করবেন না।

(আ) পর্ষদ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নীতিমালা প্রণয়ন ও অবলম্বন এবং অবলম্বিত নীতিমালার যথাযথ অনুসরণ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ করবে, এতদসংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে এবং পর্ষদের কার্যবিবরণীতে তা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করবে। মুখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন যথাযথভাবে পরিপালিত হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে পরিচালনা পর্ষদ তত্ত্বাবধান করবে।

(গ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা ঃ

ঋণ/বিনিয়োগের সন্তোষজনক গুনগত মান অর্জন/বজায় রাখার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের উপর পরিচালনা পর্ষদ সতর্ক নজর রাখবে। পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংক-কোম্পানীতে এমন অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে যাতে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা হতে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, বহিঃনিরীক্ষক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ পরিপালনের বিষয়ে পর্ষদের অডিট কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্ষদ পর্যালোচনা করবে।

(ঘ) মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন ঃ

(অ) নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, শৃংখলা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, প্রণোদনাসহ মানবসম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি সম্পর্কিত নীতি এবং চাকুরীবিধি পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রণীত এবং অনুমোদিত হবে। অনুমোদিত চাকুরীবিধির আওতায় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসহ যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রমে পর্ষদের চেয়ারম্যান বা পরিচালকগণ কোনোভাবেই সংশ্লিষ্ট হতে পারবেন না। বিভিন্ন পর্যায়ের নিয়োগ বা পদোন্নতির জন্য নির্বাচনী কমিটিগুলোতে পরিচালনা পর্ষদের কোনো সদস্য অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না। তবে, প্রধান নির্বাহীর নিচের অব্যবহিত দুই স্তর পর্যন্ত কর্মকর্তাদের, যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ পর্ষদের উপর ন্যস্ত থাকবে। এ ধরণের নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে ব্যাংকের চাকুরীবিধি তথা নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

(আ) ঋণ/বিনিয়োগ প্রস্তাবের সঠিক মূল্যায়নের দক্ষতাসহ ব্যবসায়িক কার্যক্রমের বিভিন্ন দিকে ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক ইলেকট্রনিক ও তথ্য প্রযুক্তি এবং উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (MIS) চালুর বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদ সবিশেষ গুরুত্বারোপ করবে এবং তা বার্ষিক কর্মপরিকল্পনাভুক্ত থাকবে।

(ই) পরিচালনা পর্ষদ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য Code of Ethics প্রণয়ন করবে, যা সব কর্মকর্তা-কর্মচারী যথাযথভাবে পরিপালন করবে। ব্যাংকে পরিপালন সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিচালনা পর্ষদ উন্নত নৈতিক মান প্রতিষ্ঠা করবে।

(ঙ) আর্থিক ব্যবস্থাপনা ঃ

(অ) ব্যাংকের বার্ষিক বাজেট এবং বিধিবদ্ধ আর্থিক বিবরণীগুলো পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে প্রণীত হবে। ব্যাংকের আয়, ব্যয়, তারল্য সংস্থান, মেয়াদোত্তীর্ণ/অনাদায়ী ঋণ, মূলধন ভিত্তি ও পর্যাপ্ততা, প্রভিশন সংরক্ষণ এবং আইনগত কার্যক্রমসহ খেলাপী ঋণ আদায়ে গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্ষদ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা/পরিবীক্ষণ করবে।

(আ) ক্রয় ও সংগ্রহ কার্যক্রমের নীতিমালা ও বিধিব্যবস্থা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রণীত হবে এবং তদনুসারে ব্যয় নির্বাহের ক্ষমতার বন্টন পর্ষদ অনুমোদন করবে। বাজেট সংকুলান সাপেক্ষে বিভিন্ন ব্যয়ের নির্বাহী ক্ষমতা সম্ভাব্য সর্বাধিক মাত্রায় প্রধান নির্বাহী ও তদধীন কর্মকর্তাদের উপর অর্পিত থাকবে। তবে, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে জমি, ভবন বা স্থাপনা ক্রয়, নির্মাণ ও যানবাহন ক্রয় সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত পর্ষদের অনুমোদনক্রমে গৃহীত হবে।

(ই) সম্পদ-দায় কমিটি (এলকো) গঠিত হয়েছে কি না এবং উক্ত কমিটি বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন অনুযায়ী যথাযথভাবে কার্যক্রম সম্পাদন করছে কি না তা পরিচালনা পর্ষদ পর্যালোচনা করবে।

(চ) প্রধান নির্বাহী নিয়োগ ঃ

ব্যাংকের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণ এবং আমানতকারীদের আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় সৎ, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত প্রধান নির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ করা ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অন্যতম দায়িত্ব। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে পরিচালনা পর্ষদ একজন উপযুক্ত প্রধান নির্বাহী নিয়োগ করবে।

(ছ) পর্ষদের অধিকতর দায়িত্ব ঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালনা পর্ষদের উপর আরোপিত কোনো দায়িত্ব যথাযথভাবে অনুসরণ এবং পরিপালন নিশ্চিত করবে।

৪.২। পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠান ইত্যাদি ঃ

ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভা সাধারণভাবে প্রতিমাসে একটি বা প্রয়োজনে একাধিক অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে পর্ষদের সভা তিন মাসে অন্ততঃ একটির কম হবে না। অতিরিক্ত পর্ষদ সভা নিরুৎসাহিত করা বাঞ্ছনীয়।

৪.৩। পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ঃ

(ক) পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান বা পর্ষদ কর্তৃক গঠিত কোনো কমিটির চেয়ারম্যান বা কোনো পরিচালক ব্যক্তিগতভাবে কোনো নীতিনির্ধারণী বা নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের এখতিয়ার রাখেন না বিধায় তিনি ব্যাংকের প্রশাসনিক বা পরিচালনাগত তথা দৈনন্দিন কাজে অংশগ্রহণ বা হস্তক্ষেপ করবেন না।

(খ) পর্ষদের পরিবীক্ষণ দায়িত্বের আওতায় চেয়ারম্যান ব্যাংকের কোন শাখা বা অর্থায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করতে পারবেন। তিনি ব্যাংকের পরিচালনা সংক্রান্ত যে কোন তথ্য অধিযাচন করতে বা কোনো বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দিতে পারবেন; প্রাপ্ত তথ্য বা তদন্ত প্রতিবেদন পর্ষদ সভায়/নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে পর্ষদের সিদ্ধান্তক্রমে প্রধান নির্বাহীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। তবে প্রধান নির্বাহী সম্পর্কে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে তা পর্ষদের মাধ্যমে প্রধান নির্বাহীর বক্তব্যসহ বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করতে হবে।

(গ) পর্ষদের সিদ্ধান্তক্রমে ব্যাংকের ব্যবসায়িক স্বার্থে চেয়ারম্যানের অনুকূলে একটি অফিস কক্ষ, একজন ব্যক্তিগত সচিব/সহকারী, একজন পিয়ন/এমএলএসএস, অফিসে একটি টেলিফোন, দেশের অভ্যন্তরে ব্যবহারের জন্য একটি মোবাইল ফোন ও একটি গাড়ী দেয়া যেতে পারে।

৫। সহায়ক কমিটি গঠন ঃ-

প্রত্যেক ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ উহার সদস্যদের সমন্বয়ে একটি নির্বাহী কমিটি, একটি অডিট কমিটি এবং একটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করবে। উল্লেখিত তিনটি কমিটি ব্যতীত পর্ষদ কর্তৃক অন্য কোনো স্থায়ী বা অস্থায়ী কমিটি বা সাব-কমিটি গঠন করা যাবে না।

৫.১। নির্বাহী কমিটি ঃ

পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তী সময়কালে জরুরী এবং দৈনন্দিন বা রুটিন কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখার স্বার্থে পর্ষদের একটি নির্বাহী কমিটি গঠিত হবে। নির্বাহী কমিটি পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত কার্য-প্রণালী অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

(ক) সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

(অ) কমিটির সদস্যগণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক পরিচালকদের মধ্য হতে মনোনীত হবেন;

(আ) সর্বোচ্চ ০৭ (সাত) জন সদস্য সমন্বয়ে নির্বাহী কমিটি গঠিত হবে;

(ই) কমিটির সদস্যগণ প্রতি ০৩ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হতে পারেন;

(ঈ) পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানও নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান হতে পারবেন;

(উ) ব্যাংকের কোম্পানী সচিব নির্বাহী কমিটির সচিব হবেন।

(খ) কমিটির সদস্য হওয়ার উপযুক্ততা ঃ

(অ) কমিটির সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিচালকের সততা, নিষ্ঠা ও কমিটির কাজে তার পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করার সুযোগ রয়েছে কিনা তা বিবেচনা করতে হবে;

(আ) কমিটির কার্যক্রমে ফলপ্রসূ ও কার্যকর অবদান রাখতে পারেন এমন ব্যক্তিগণকে কমিটির সদস্য হিসাবে মনোনীত করা সমীচীন ;

(ই) কমিটির সদস্যগণের ব্যাংকিং ব্যবসা, ব্যাংকের পরিচালনা, বিবিধ ঝুঁকিসহ কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে।

(গ) কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

(অ) ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ কিংবা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধানে যে সব দায়িত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সুনির্দিষ্টভাবে পূর্ণাঙ্গ পর্ষদের ওপর ন্যস্ত করা আছে সে সব ক্ষেত্র ব্যতীত পর্ষদ কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য সব ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটি দায়িত্ব পালন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;

(আ) কমিটি পর্ষদ কর্তৃক অর্পিত সীমার মধ্যে সকল প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা অনুমোদন প্রদান করতে পারবে;

(ই) কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত পরবর্তী পর্ষদ সভায় অনুসমর্থন (Ratify) করে নিতে হবে।

(ঘ) কমিটির সভা আহ্বান ঃ

(অ) কমিটি প্রয়োজনবোধে যে কোনো সময় সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

(আ) কমিটি প্রয়োজনবোধে ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী, প্রধান ঝুঁকি কর্মকর্তা বা অন্য যে কোনো কর্মকর্তাকে কমিটির সভায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করতে পারবে;

(ই) কমিটির সদস্যগণ যাতে প্রতি সভায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ ও অবদান রাখতে পারেন সেই লক্ষ্যে প্রতিটি সভা অনুষ্ঠানের যথেষ্ট সময় পূর্বেই সভায় উপস্থাপিতব্য স্মারক কমিটির সদস্যগণের নিকট সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;

(ঈ) কমিটির সকল সুপারিশ/পর্যবেক্ষণ কার্যবিবরণী আকারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৫.২। অডিট কমিটিঃ

ব্যাংক-কোম্পানীর কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রণীত কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালনসহ পরিচালনা পর্ষদের সার্বিক পরিবীক্ষণ দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য একটি অডিট কমিটি গঠিত হবে। অডিট কমিটি আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ প্রক্রিয়া, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, নিরীক্ষা পদ্ধতি, বিদ্যমান আইন ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত বিধি-বিধানের আওতায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কিনা তার পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া এবং স্বীয় ব্যবসাবিধি পুনরীক্ষণ/পর্যালোচনা করবে।

(ক) সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

(অ) কমিটির সদস্যগণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক পরিচালকদের মধ্য হতে মনোনীত হবেন;

(আ) সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে অডিট কমিটি গঠিত হবে, যার মধ্যে অন্যূন ০২ (দুই) জন স্বতন্ত্র পরিচালক থাকবেন;

(ই) নির্বাহী কমিটির সদস্য নহেন এরূপ সদস্যদের সমন্বয়ে অডিট কমিটি গঠিত হবে;

(ঈ) কমিটির সদস্যগণ প্রতি ০৩ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হতে পারেন;

(উ) ব্যাংকের কোম্পানী সচিব অডিট কমিটির সচিব হবেন।

(খ) কমিটির সদস্য হওয়ার উপযুক্ততা ঃ

(অ) কমিটির সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিচালকের সততা, নিষ্ঠা ও কমিটির কাজে তার পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করার সুযোগ রয়েছে কিনা তা বিবেচনা করতে হবে;

(আ) কমিটির কার্যক্রমে ফলপ্রসূ ও কার্যকর অবদান রাখতে পারেন এমন ব্যক্তিগণকে কমিটির সদস্য হিসাবে মনোনীত করা সমীচীন;

(ই) কমিটির সদস্যগণের ব্যাংকিং ব্যবসা, ব্যাংকের পরিচালনা, বিবিধ ঝুঁকিসহ কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে;

(ঈ) কমিটিতে ব্যাংকিং/আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিষয়ে অভিজ্ঞ বিশেষতঃ ফিন্যান্স, ব্যাংকিং, ব্যবস্থাপনা, অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(গ) কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

(অ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ঃ

(১) ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ একটি উপযুক্ত পরিপালন কৃষ্টি (compliance culture) গড়তে সক্ষম হয়েছে কিনা এবং ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিনা এবং তাদের কার্যের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রয়েছে কিনা তা অডিট কমিটি মূল্যায়ন করবে;

(২) ব্যাংকের কম্পিউটারাইজেশন ব্যবস্থা এবং তার ব্যবহারসহ একটি উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (MIS) গড়ার ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সব ব্যবস্থা অডিট কমিটি পর্যালোচনা করবে;

(৩) ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ নিরীক্ষকগণ কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ কৌশল/কাঠামো গড়ার ব্যাপারে সময়ে সময়ে প্রণীত সুপারিশমালা ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ পরিপালন করছে কিনা তা অডিট কমিটি বিবেচনা করবে;

(৪) অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ নিরীক্ষকগণ ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের পরিদর্শনদল কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত জাল-জালিয়াতি, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ দুর্বলতা অথবা অনুরূপ ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিতকরণ ও গৃহীত সংশোধনমূলক ব্যবস্থাদি কমিটি পর্যালোচনাপূর্বক নিয়মিতভাবে পর্ষদকে অবহিত করবে।

(আ) আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ ঃ

(১) বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসমূহে পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ তথ্যের প্রকাশ ঘটেছে কিনা এবং আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে দেশে প্রচলিত বিধিবিধান ও হিসাবমান এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্দেশিত হিসাবমান অনুযায়ী নির্ধারিত মানসম্পন্ন হয়েছে কি না তা অডিট কমিটি যাচাই করবে;

(২) আর্থিক বিবরণীসমূহ চূড়ান্ত করার পূর্বে বহিঃনিরীক্ষকগণ এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অডিট কমিটি মতবিনিময় করবে।

(ই) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ঃ

(১) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা হতে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা অডিট কমিটি মূল্যায়ন করবে;

(২) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যাবলী ও সাংগঠনিক কাঠামো পর্ষদের অডিট কমিটি পর্যালোচনা করবে এবং কোনো অন্যায্য বাধা বা সীমাবদ্ধতা যেন নিরীক্ষা কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে সে বিষয়ে নিশ্চিত হবে;

(৩) কমিটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার দক্ষতা ও কার্যকারিতা যাচাই করবে;

(৪) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকগণ কর্তৃক উদঘাটিত অনিয়মাদি দূরীভূতকরণের ব্যাপারে এবং ব্যাংকের কার্যাবলী পরিচালনায় তাদের পর্যবেক্ষণ/প্রণীত সুপারিশমালা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যথাযথ ভাবে বিবেচনা করছে কিনা তাও অডিট কমিটি যাচাই করবে।

(ঈ) বহি:নিরীক্ষণঃ

(১) ব্যাংকের বহি:নিরীক্ষকগণের সম্পাদিত নিরীক্ষণ কার্যক্রম ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন অডিট কমিটি পর্যালোচনা করবে;

(২) বহি:নিরীক্ষকগণের দ্বারা উদ্‌ঘাটিত অনিয়মাদি নিয়মিতকরণের ব্যাপারে এবং ব্যাংকের কার্যাবলী পরিচালনায় তাদের পর্যবেক্ষণ/প্রণীত সুপারিশমালা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যথাযথ ভাবে বিবেচনা করেছেন কিনা তা অডিট কমিটি যাচাই করবে;

(৩) ব্যাংকের নিরীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বহি:নিরীক্ষক নিয়োগের বিষয়ে কমিটি পর্ষদে সুপারিশ পেশ করবে।

(উ) বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধানের পরিপালন ঃ

নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ (কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অন্যান্য সংস্থা) কর্তৃক প্রণীত বিধি-বিধান এবং ব্যাংকের পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত অভ্যন্তরীণ বিধি-বিধান যথাযথভাবে পরিপালিত হচ্ছে কিনা তা অডিট কমিটি পর্যালোচনা করবে।

(ঊ) বিবিধ ঃ

(১) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক, বহি:নিরীক্ষক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দল কর্তৃক উদঘাটিত ভুল-ত্রুটি, জাল-জালিয়াতি ও অন্যান্য অনিয়মাদি নিয়মিতকরণের ব্যাপারে কমিটি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিচালনা পর্ষদে পরিপালন প্রতিবেদন পেশ করবে;

(২) কমিটি কর্তৃক যাচিত হলে অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃনিরীক্ষকগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করবে;

(৩) কমিটি পর্ষদ কর্তৃক যাচিত অন্যান্য তত্ত্বাবধান কার্যক্রম এবং নিয়মিতভাবে কমিটির স্বীয় দক্ষতার মূল্যায়ন করবে।

(ঘ) কমিটির সভা আহ্বান ঃ

(অ) কমিটি বৎসরে কমপক্ষে ৪ টি এবং প্রয়োজনবোধে যে কোনো সময় সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

(আ) কমিটি প্রয়োজনবোধে ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অন্য যে কোনো কর্মকর্তাকে কমিটির সভায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করতে পারবে;

(ই) কমিটির সদস্যগণ যাতে প্রতি সভায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ ও অবদান রাখতে পারেন সেই লক্ষ্যে প্রতিটি সভা অনুষ্ঠানের যথেষ্ট সময় পূর্বেই সভায় উপস্থাপিতব্য স্মারক কমিটির সদস্যগণের নিকট সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;

(ঈ) কমিটির সকল সুপারিশ/পর্যবেক্ষণ কার্যবিবরণী আকারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৫.৩। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি ঃ

ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রণীত কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত ও সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা পালন এবং এ সংক্রান্ত পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য একটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হবে। ঋণ ঝুঁকি, বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত ঝুঁকি, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন ঝুঁকি, মানি লন্ডারিং ঝুঁকি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ঝুঁকি, পরিচালন ঝুঁকি, সুদ ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকিসহ অন্যান্য ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা পরিমাপপূর্বক ঝুঁকি হ্রাসের পন্থা/পদ্ধতি ব্যবস্থাপনা কর্তৃক যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে কি না ও ঝুঁকির বিপরীতে প্রয়োজনীয় মূলধন ও প্রভিশন সংরক্ষণ করা হচ্ছে কি না ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি তা পরিবীক্ষণ করবে।

(ক) সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

(অ) কমিটির সদস্যগণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক পরিচালকদের মধ্য হতে মনোনীত হবেন;

(আ) সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হবে;

(ই) কমিটির সদস্যগণ প্রতি ০৩ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হতে পারেন;

(ঈ) ব্যাংকের কোম্পানী সচিব ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির সচিব হবেন।

(খ) কমিটির সদস্য হওয়ার উপযুক্ততা ঃ

(অ) কমিটির সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিচালকের সততা, নিষ্ঠা ও কমিটির কাজে তার পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করার সুযোগ রয়েছে কিনা তা বিবেচনা করতে হবে;

(আ) কমিটির কার্যক্রমে ফলপ্রসূ ও কার্যকর অবদান রাখতে পারেন এমন ব্যক্তিগণকে কমিটির সদস্য হিসাবে মনোনীত করা সমীচীন;

(ই) কমিটির সদস্যগণের ব্যাংকিং ব্যবসা, ব্যাংকের পরিচালনা, বিবিধ ঝুঁকিসহ কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে।

(গ) কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

(অ) ঝুঁকি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের কৌশল ঃ

ব্যাংকের বিভিন্ন কাজের ঝুঁকি নির্ধারণ এবং তা নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ কৌশল প্রণয়ন ও তার প্রয়োগ নিশ্চিত করা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি ও পদ্ধতি পরিবীক্ষণ ও প্রয়োজনে সংশোধনের ব্যবস্থা করবে। কার্যকর নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যমান ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি যাচাই করবে।

(আ) সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুতকরণ ঃ

ব্যাংকের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত সাংগঠনিক কাঠামো নিশ্চিত করা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব। ঋণ ঝুঁকি, বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত ঝুঁকি, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন ঝুঁকি, মানি লন্ডারিং ঝুঁকি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ঝুঁকিসহ অন্যান্য ঝুঁকি সংক্রান্ত গাইড লাইনের নির্দেশনা পরিপালনের জন্য ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে পৃথক কমিটি গঠন এবং তাদের কার্যাবলী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি তত্ত্বাবধান করবে।

(ই) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি পর্যালোচনা ও অনুমোদন ঃ

ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি এবং গাইডলাইনসমূহ কমিটি প্রতি বছরে কমপক্ষে একবার পর্যালোচনা করবে; প্রয়োজনে সংশোধনের প্রস্তাব করবে এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পরিচালনা পর্ষদে প্রেরণ করবে। তাছাড়া প্রতি বছরে কমপক্ষে একবার ঋণ অনুমোদনের সীমাসহ অন্যান্য সীমাও পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজনে সংশোধনের ব্যবস্থা করবে।

(ঈ) তথ্যাদি সংরক্ষণ ও রিপোর্টিং পদ্ধতি ঃ

ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃক প্রণীত তথ্যাদি সংরক্ষণ ও রিপোর্টিং পদ্ধতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি তা অনুমোদন করবে। উক্ত পদ্ধতি যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে কি না তা কমিটি নিশ্চিত করবে। কমিটি তাদের সভার কার্য-বিবরণী তথা প্রস্তাবনা, সুপারিশ এবং সার-সংক্ষেপ একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করবে এবং পরিচালনা পর্ষদকে অবহিত করবে।

(উ) সার্বিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতির বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান ঃ

ব্যাংকের সার্বিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না তা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি তত্ত্বাবধান করবে। ঋণ ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি, পরিচালনা ঝুঁকিসহ অন্যান্য ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কি না তা কমিটি তত্ত্বাবধান করবে।

(ঊ) বিবিধ ঃ

(১) কমিটির সিদ্ধান্ত এবং সুপারিশসমূহ সংক্ষিপ্তাকারে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিচালক পর্ষদে পেশ করতে হবে;

(২) কমিটি নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনা পরিপালন করবে।

(৩) কমিটি কর্তৃক যাচিত হলে অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃনিরীক্ষকগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করবে।

(ঘ) কমিটির সভা আহ্বান ঃ

(অ) কমিটি বৎসরে কমপক্ষে ৪ টি এবং প্রয়োজনবোধে যে কোনো সময় সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

(আ) কমিটি প্রয়োজনবোধে ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী, প্রধান ঝুঁকি কর্মকর্তা বা অন্য যে কোনো কর্মকর্তাকে কমিটির সভায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করতে পারবে;

(ই) কমিটির সদস্যগণ যাতে প্রতি সভায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ ও অবদান রাখতে পারেন সে লক্ষ্যে প্রতিটি সভা অনুষ্ঠানের যথেষ্ট সময় পূর্বেই সভায় উপস্থাপিতব্য স্মারক কমিটির সদস্যগণের নিকট সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;

(ঈ) কমিটির সব সুপারিশ/পর্যবেক্ষণ কার্যবিবরণী আকারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৬। পরিচালকদের প্রশিক্ষণ ঃ-

ব্যাংকিং আইন, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ ও পরিচালক হিসেবে সুষ্ঠুভাবে ব্যাংকে দায়িত্ব পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিচালক ব্যাংকিং আইন, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধান ও পরিচালকদের দায়িত্ব-কর্তব্য বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করবেন।

৭। ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ১৫, ১৫খ, এবং ১৫গ ধারার পরিপালনকল্পে এই সার্কুলার জারি করা হলো। পরিচালকগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সাকুর্লারে উল্লিখিত বিধানাবলী ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী অবহিত করবেন।

৮। এই সার্কুলার অবিলম্বে কার্যকর বলে গণ্য হবে। এই সার্কুলার কার্যকর হওয়ার পর থেকে বিআরপিডি সার্কুলার নং-১২ তারিখঃ ২৩ ডিসেম্বর ২০০২, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১২ তারিখঃ ১০ জুন ২০০৩, বিআরপিডি সার্কুলার নং-১১ তারিখঃ ০৫ নভেম্বর ২০০৭, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১০ তারিখঃ ২৩ জুলাই ২০০৮ ও তদ্‌সংযুক্ত প্রজ্ঞাপন নং বিআরপিডি(আর-১)৭১৭/২০০৮-৪৬২ তারিখ ২২ জুলাই ২০০৮, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১২ তারিখঃ ১৮ আগষ্ট ২০০৮, বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫ তারিখঃ ২৮ জানুয়ারী ২০১০, বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৬ তারিখঃ ০৪ ফেব্রুয়ারী ২০১০, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-০২ তারিখঃ ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১০, বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৪ তারিখঃ ২২ এপ্রিল ২০১০ এবং বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং -০৮ তারিখঃ ১৯ জুন, ২০১১ বাতিল বলে গণ্য হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(সাইফুল ইসলাম)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোন-৯৫৩০১৫৫

পরিশিষ্ট-ক

পরিচালক পদে নিযুক্তির জন্য মনোনীত ব্যক্তি সম্পর্কীয় তথ্যাবলী।

১। নাম ঃ

২। পিতার নাম ঃ

৩। মাতার নাম ঃ

৪। জাতীয়তা ঃ

৫। (ক) জন্ম তারিখ ঃ (খ) জন্ম স্থান ঃ

৬। পূর্ণ ঠিকানা ঃ (ক) স্থায়ী ঠিকানা (টেলিফোন নম্বরসহ) ঃ (খ) বর্তমান ঠিকানা (টেলিফোন নম্বরসহ) ঃ

৭। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ঃ ৮। টিআইএন নম্বর ঃ

৯। বৈবাহিক অবস্থা ঃ (ক) বিবাহিত হলে স্বামী/স্ত্রীর নামঃ

(খ) স্বামী/স্ত্রীর পেশা ঃ (গ) স্বামী/স্ত্রীর জাতীয়তা ঃ

১০। নিকট আত্মীয় (বাবা-মা, ভাই-বোন, সন্তান এবং নির্ভরশীল) ঃ

নাম	সম্পর্ক	জন্ম তারিখ	কোনো ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হলে তার নাম ও ঠিকানা

১১। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ (ক) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ঃ (খ) পেশাগত/কারিগরী শিক্ষা ঃ

(গ) ট্রেনিং/সেমিনার ঃ

১২। বর্তমান পেশার বিবরণঃ

(ক) প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ (খ) ব্যবসায়ের প্রকৃতি ঃ

(গ) পদবী ঃ (ঘ) ফোন নম্বর ঃ

১৩। অভিজ্ঞতার বর্ণনা (অন্যূন ১০ দশ বছর) ঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	যোগদানের তারিখ	পদবী	দায়-দায়িত্ব

১৪। ১০% বা ততোধিক শেয়ারধারণকারী অথবা পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিবরণ ঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক (পরিচালক/শেয়ারহোল্ডার)	প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি (পাবলিক লিঃ/প্রাইভেট লিঃ)	ব্যবসায়ের প্রকৃতি	শেয়ার ধারণের শতকরা হার (%)

১৫। পরিচালক হিসেবে প্রথম নিয়োগের তারিখ ঃ

১৬। পরিচালক হিসেবে পুনঃনিয়োগের তারিখ ঃ

১৭। বিরতিকাল (ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১৫কক (২) অনুযায়ী) ঃ

১৮। ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/অন্যান্য কোন উৎস হইতে কোনো ঋণ সুবিধা নেয়া হয়েছে কি না? নেয়া হলে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঋণের পরিমাণ (সুদ ও আসলসহ) ঃ

স্বাক্ষর ঃ
তারিখ ও নাম ঃ

পরিশিষ্ট-খ

ঘোষণাপত্র

১) আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে- ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ১৫ ধারার উপ-ধারা (৬) এ বর্ণিত যোগ্যতা ও উপযুক্ততা, ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর অন্যান্য বিধানাবলী এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২৭ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-১১ এর বিধান অনুযায়ী আমি ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য। আমি আরও ঘোষণা করছি যে-

ক) আমার অন্যূন ১০(দশ) বৎসরের ব্যবস্থাপনা বা ব্যবসায়িক বা পেশাগত অভিজ্ঞতা রয়েছে;

খ) আমি কোনো আদালত কর্তৃক ফৌজদারী অপরাধে দন্ডিত হইনি কিংবা কোনো জাল-জালিয়াতি, আর্থিক অপরাধ বা অন্যবিধ অবৈধ কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিলাম না বা জড়িত নই;

গ) কোনো দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলায় আমার সম্পর্কে আদালতের রায়ে কোনো বিরূপ পর্যবেক্ষণ/মন্তব্য নেই;

ঘ) আমি কখনো আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট কোনো নিয়ামক সংস্থার বিধিমালা, প্রবিধান বা নিয়ামাচার লংঘনজনিত কারণে দন্ডিত হইনি;

ঙ) আমি এমন কোনো কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলাম না, যার নিবন্ধন/লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে;

চ) আমার নিজের কিংবা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে কোনো খেলাপী ঋণ নেই;

ছ) আমি কখনো কোনো আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হইনি;

জ) আমি অন্য কোনো ব্যাংক-কোম্পানী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নই;

ঝ) আমাকে কখনো কোনো কোম্পানী বিশেষতঃ ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী, চেয়ারম্যান বা পরিচালক পদ হতে অপসারণ করা হয়নি;

ঞ) আমি ব্যক্তিগতভাবে অথবা ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান অথবা অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের জন্য কর খেলাপী নই।

২) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ৯৩ ধারা অনুযায়ী আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমাকে ---------- ব্যাংক লিমিটেড-এর পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করা হলে আমি এ দায়িত্ব পালনে সম্মত আছি।

স্বাক্ষর ঃ
তারিখ ও নাম ঃ

সাক্ষী ঃ
১)
স্বাক্ষর ঃ
নাম ঃ
ঠিকানাঃ
২)
স্বাক্ষর ঃ
নাম ঃ
ঠিকানাঃ

পরিশিষ্ট-গ

গোপনীয়তা রক্ষার ঘোষণাপত্র

আমি, নিম্ন স্বাক্ষরকারী এ মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, ---------- ব্যাংক লিমিটেড-এর পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হলে, পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে আমার বিবেচনার্থে উপস্থাপিত কোনো বিষয় অথবা পরিচালক হিসেবে আমার গোচরীভূত কোনো বিষয় প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করবো না। তবে, আমার দায়িত্ব পালনের জন্য আবশ্যক হলে অথবা প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী বাধ্য হলে অথবা পর্ষদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলেই কেবলমাত্র তা প্রকাশ করবো।

স্বাক্ষর ঃ
তারিখ ও নাম ঃ

সাক্ষী ঃ
১)
স্বাক্ষর ঃ
নাম ঃ
ঠিকানাঃ

২)
স্বাক্ষর ঃ
নাম ঃ
ঠিকানাঃ

পরিশিষ্ট-ঘ

স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে মনোনীত প্রার্থীর ঘোষণাপত্র

নিম্ন স্বাক্ষরকারী ঘোষণা করছি যে, আমি ---------- ব্যাংক লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত নই এবং উক্ত ব্যাংকের কোনো শেয়ার ধারণ করি না। আরও ঘোষণা করছি যে, আমার উক্ত ব্যাংকের সাথে কিংবা ব্যাংক-সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির সাথে অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কোনো প্রকৃত স্বার্থ কিংবা দৃশ্যমান স্বার্থের বিষয় জড়িত নেই বা থাকবে না।

স্বাক্ষর ঃ

তারিখ ও নাম ঃ

সাক্ষী ঃ
১)
স্বাক্ষর ঃ
নাম ঃ
ঠিকানাঃ

২)
স্বাক্ষর ঃ
নাম ঃ
ঠিকানাঃ